বিএড ও এমএডের কথা

আরাফাত শাহরিয়ার

শিক্ষকতা সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা। এ পেশার বড় সুবিধা হলো মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষকতা করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট বিভাগে পড়াশোনা করতে হয় না। যোগ্যতা থাকলে যেকোনো বিভাগে পড়াশোনা করে যে-কেউ একে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারেন। তবে শিক্ষায় স্নাতক (বিএড) এবং স্নাতকোত্তর (এমএড) ডিগ্রি থাকলে এ পেশায় ঢোকা অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

কাদের জন্য এই কোর্স

সহজ ভাষায় বলতে গেলে বিএড ও এমএড হলো শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ। বিদ্যালয়ে কীভাবে পড়াতে হবে, কীভাবে পড়ালে শিক্ষার্থীরা দ্রুত শিখবে—এসব সাধারণ বিষয় থেকে শুরু করে হাতে-কলমে অনেক কিছুই শেখানো হয় এ কোর্সে। কোর্সের অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ে পাঠদান করতে হয়। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাঁরা শিক্ষকতা করছেন তাঁদের জন্য এসব কোর্স অবশ্যই করা উচিত। আর যাঁরা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিতে চান, তাঁদের জন্যও এ কোর্সটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিএড/এমএড কোর্স করলেই যে শিক্ষকতা পেশায় ঢোকা যাবে, তা কিন্তু নয়। এটি শিক্ষকতা পেশার জন্য বিশেষ দক্ষতা হিসেবে কাজ করতে পারে।

কেন এই কোর্স

এখন বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতেই আবেদনের শর্ত হিসেবে বলা হচ্ছে, অন্যান্য শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি বিএড/এমএড থাকতে হবে। এ ছাড়া সব ক্ষেত্রেই এসব কোর্স করা থাকলে শিক্ষকতা পেশায় ঢোকা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। শিক্ষকতার দক্ষতা অর্জনে বিএড ও এমএড কোর্সের কোনো বিকল্প নেই। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ড. গাজী মো. আহসানুল কবির জানান, বেসরকারি স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করতে হলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিবন্ধিত ও প্রত্যয়িত হতে হয়। বিএড কোর্স করা না থাকলে কেউ পরবর্তী নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না। অর্থাৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করতে হলে বিএড কোর্স করতেই হবে।

ভর্তির যোগ্যতা

ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মো. আবদুল্লাহ আবু তারেক জানালেন, সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক তাঁরা 'শিক্ষক' হিসেবে এবং যাঁরা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন না, তাঁরা 'অশিক্ষক' হিসেবে আবেদন করতে পারবেন। তবে ভর্তি হতে কিছু যোগ্যতা থাকতে হবে। শিক্ষকদের যেকোনো বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি ও যেকোনো একটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি ও যেকোনো দুটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে। বিএড (সম্মান) কোর্সে ভর্তি হতে হলে সর্বশেষ বা তার আগের বছর অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ বা জিপিএ-২ পেতে হবে। উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পাস করা শিক্ষার্থীরাও শর্ত পূরণ করে ভর্তি হতে পারবেন।

ভর্তি পরীক্ষা

বিএড, বিএড (সম্মান) ও এমএড কোর্সে ভর্তির জন্য সাধারণত ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। বিএড কোর্সে ভর্তির জন্য ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। এ ছাড়া বিভাগ (মানবিক, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান) সংশ্লিষ্ট বিষয়েও প্রশ্ন হয়ে থাকে। এমএড ভর্তি পরীক্ষায়ও সাধারণত একই ধরনের ভর্তি পরীক্ষা থাকে।

বিএড কোর্সের পাঠ্যক্রম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দেশের সব সরকারি-বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের বিএড কোর্সের পাঠ্যসূচি একই। কোর্সের আবশ্যিক বিষয়গুলো হলো—আবশ্যকীয় শিক্ষণ দক্ষতা, মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ, শিখন, মূল্য যাচাই ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন, মৌলিক কম্পিউটার দক্ষতা এবং কর্মসহায়ক গবেষণা। নৈর্বাচনিক বিষয়গুলোকে 'ক' ও 'খ' বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'ক' বিভাগের বিষয়গুলো হলো—বাংলা, ব্যবসায় শিক্ষা, ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান। 'খ' বিভাগের বিষয়গুলো হলো—সামাজিক বিজ্ঞান, ধর্ম শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। নৈর্বাচনিক বিষয়গুলো থেকে যেকোনো দুটি বিষয় বেছে নিতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা 'ক' বিভাগ থেকে একটি এবং 'খ' বিভাগ থেকে একটি কোর্স নির্বাচন করতে পারবেন। তবে কেউ ইচ্ছে করলে 'ক' বিভাগ থেকেও দুটি বিষয় নির্বাচন করতে পারবেন। কোর্সের ঐচ্ছিক বিষয়গুলো হলো—চারু ও কারুকলা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষা, সংগীত, বাণিজ্যিক ভূগোল এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। প্রশিক্ষণার্থীরা ইচ্ছে করলে এ থেকে যেকোনো একটি কোর্স নির্বাচন করতে পারবেন।

এমএড কোর্সের পাঠ্যসূচি

ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক খুরশীদ সোলায়মান জানালেন, এমএড কোর্সে শিক্ষার ভিত্তি, কারিকুলাম স্টাডিজ, তুলনামূলক শিক্ষা ও শিক্ষা গবেষণা অবশ্যই পড়তে হবে। নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে দুটি বিষয় বেছে নিতে হয়। তবে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের নৈর্বাচনিক বিষয় পড়তে হয় না।

খরচাপাতি

সব শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ফি এক নয়। এ কোর্সে ভর্তি ফি সাধারণত চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা হতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হতে অপেক্ষাকৃত কম খরচ হয়। এতে এককালীন চার হাজার ২৭৫ টাকা দিতে হবে। চার বছর মেয়াদি বিএড (সম্মান) কোর্সের ভর্তি ফি এক হাজার ৮৭৮ টাকা। প্রতিবছর এক হাজার ১২০ টাকা সেশন ফি দিতে হয়। এমএড কোর্সে ভর্তি হতে হলে এককালীন তিন হাজার ৬৯৫ টাকা পরিশোধ করতে হয়। যাঁরা বিএড কোর্স করবেন তাঁদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থাও রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স শেষে পরবর্তী এক বছর মাসে ৩০০ টাকা বৃত্তি দিয়ে থাকে।

শিক্ষক হিসেবে দক্ষতা বাড়াতে বিএড এবং এমএড ডিগ্রি বেশ কাজে লাগে। ছবিটি ঢাকার রেসিডেনিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজ থেকে তুলেছেন খালেদ সরকার

কোথায় পড়বেন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কিছু সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানে এমএড নেই। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্টগ্রামসহ কয়েকটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে এমএড করা যায়।

কিছু প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও ফোন নম্বর

- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন : ৮৬১৩৪৬৭।
- ঢাকা মেট্রোপলিটন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ২২ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
- খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শ্যামলী, ঢাকা। ফোন : ৮১১৯৫২১।
- মহানগর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, ১৮৬ আজিমপুর, ঢাকা। ফোন : ৮৬২৭৭৭৮।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ, ফোন : ০৯১-৫৪২৩৭।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা), ময়মনসিংহ, ফোন : ০৯১-৫৪২৪৬।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রংপুর, ফোন : ০৫২১-৬৩৮৭৮।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রাজশাহী, ফোন : ০৭২১-৭৭২১৮৮।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, যশোর, ফোন; ০৪২১-৭২৫৭৫।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা। ফোন : ০৪১-৭৭৪৫৫১।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুমিল্লা। ফোন : ০৮১-৭৬০৬৩।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম। ফোন : ০৩১-৬২২৯৯৩।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ফেনী। ফোন : ০৩৩১-৭৪০৭৪।
- টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বরিশাল। ফোন : ০৪৩১-৫৬৬৭৬

প্রথম আলো
27 JAN 2007